MAY 21 2002

শিহাব হত্যা মামলা

গতকাল ৭ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ

আদালত প্রতিবেদক ঃ চাঞ্চল্যকর স্কুলছাত্র শিহাব হত্যা মামলার বাদি শিহাবের বাবা শিল্পপতি খন্দকার দিদার আহমেদসহ ৭ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। এ নিয়ে ৮ জন আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছে। আজ অন্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেয়া হবে।

গতকাল ঢাকা মহানগর দ্বিতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ হোসেন শহীদ আহমেদের আদালতে মামলার বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হয়। সরকার পক্ষে ঢাকা মহানগর পিপি আবদুল্লাহ মাহমুদ হাসানের তত্ত্বাবধানে অতিরিক্ত পিপি গোলাম মোস্তফা খান ৭

শিহাব ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

শিহাব ঃ হত্যা মামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জন সাক্ষী হাজিরা দাখিল করেন। আদালতে মামলার বাদি খন্দকার দিদার আহমেদ, সাক্ষি আবুল খায়ের, জাহাঙ্গীর, সুমন, রফিক, মোবারক ও মোহাম্মদ রফিক আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

আদালতে সাক্ষ্যদানকালে নিহত শিহাবের পিতা শিল্পপতি খন্দকার দিদার আহমেদ বলেন, আসামিরা আমার ছেলে শিহাবকে হত্যার পর পণের টাকা আদায়ের জন্য বারবার ফোন করেছে। তারা ফোনে আমাকে জানায়, আমার ছেলে জীবিত আছে। আমি তাদের কাছে প্রমাণ চাই। তখন তারা আমাকে বলে, জাদুঘরে আপনার ছেলের রুমাল আছে। আপনি এসে নিয়ে যান। শোকাহত পিতা তার ছেলের শোকে অবসন্ন মনে আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

গতকাল আদালতে সাক্ষীদের সরকার নিয়োজিত আইনজীবী জাহানারা বেগম, আখতারুজ্জামান জেরা করেন।

গতকাল সাক্ষ্য গ্রহণ চলাকালে আদালতের কাঠগড়ায় হাজতি আসামি মনির হোসেন লিটন ও আবু সাইদ দাঁড়ানো ছিল।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আগামী মাসের মাঝামাঝি সময়ে এ মামলা নিষ্পত্তি হতে পারে।

উল্লেখ্য, গত ৯ই মে ২ হাজতি আসামিসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। সরকার পক্ষে মহানগর পিপি আবদুল্লাহ মাহমুদ হাসান এ মামলাটি ১ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য, মতিঝিল মডেল স্কুলের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র খন্দকার শিহাব উদ্দিনকে তার বন্ধুরা ৭ই ফেব্রুয়ারি বিকেলে স্কুলের সামনে থেকে অপহরণ করে। শিহাব শিল্পপতি দিদার আহমেদের ছেলে। তাকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের টাকা দিয়ে বিদেশে যাওয়াই ছিল অপহরণকারীদের উদ্দেশ্য। তারা শিহাবকে হত্যা করে ১৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। তারা শিহাবকে হত্যার পর লাশ টুকরো টুকরো করে পলিথিন ব্যাগে ভরে ৩টি জায়গায় লুকিয়ে রাখে।

১লা এপ্রিল ১৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ নিতে গেলে গোড়ান টেম্পোস্ট্যান্ডের কাছে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ২ ঘাতককে গ্রেফতার করা হয়। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ উত্তর গোড়ানে নির্মাণাধীন একটি বাড়ির মাটির নিচ থেকে ২টি পা উদ্ধার করে। সিপাহিবাগের একটি বাড়ির দেয়ালের পাশ থেকে স্কুল ব্যাগভর্তি খণ্ডিত কোমর ও পেটের অংশ এবং বাসাবো ঝিল থেকে মাথা উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত দু'আসামি মনির হোসেন লিটন ও আবু সাঈদ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিলে সারাদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

গত মাসের ১৭ তারিখে ডিবি পুলিশ পরিদর্শক নজরুল ইসলাম ৬ জনকে আসামি এবং চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার চার্জশিট দাখিল করেন।